Released 19-8-1939

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার

'রিক্তা'

পরিচালক

সুশীল মজুমদার

•

'রিক্তা' নামকরণ করেছেন

প্রচার-শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

গ্রাম ঃ রূপবাণী ঃ ফোন ঃ বি,বি, ১১৩ ঃঃ ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

সংগঠন করেছেন

কাহিনী	...	তুলসী লাহিড়ী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	সুশীল মজুমদার
প্রধান যন্ত্রী	...	মধু শীল
সুরশিল্পী	...	ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-সচীব	...	অর্জ্জুন রায়
গীতিকার	...	প্রেমেন্দ্র মিত্র
শিল্প-নির্দ্দেশ	...	ভূপেন মজুমদার
আলোক-চিত্র	...	অজিত সেনগুপ্ত
ধ্বনিলেখন	...	রবীন চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা	...	জিতেন গোস্বামী
সম্পাদনা	...	বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
রাসায়নিক	...	রঘুবীর তলোয়ার
স্থির-চিত্র	...	বিনয় গুপ্ত
প্রচার চিত্রাঙ্কণ	...	রমেশ দাস

সহকারী

পরিচালনায় :
মণি ঘোষ
হেরম্ব চক্রবর্ত্তী

আলোকচিত্র :
নির্ম্মল ঘোষ
রমেন পাল দত্ত

ধ্বনিলেখনে :
শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কল্যাণ সেন

শিল্প-নির্দ্দেশে :
গোপীনাথ সেন

রাসায়নে :
পূরণ শর্ম্মা

রিক্তা-র

চরিত্রলিপি

বিকাশ চৌধুরী	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
অশোক	...	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
বুলাকীপ্রসাদ	...	তুলসী লাহিড়ী
বিমল	...	সুশীল মজুমদার
রাজা দীপেন্দ্রনারায়ণ	...	মোহন ঘোষাল
রমলার পিতা	...	এস্, সি, মুখার্জ্জি (ফানিম্যান)
সাধন	...	কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ)
চিরঞ্জী	...	নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
ডাক্তার	...	সন্তোষ সিংহ
সদাব্রতের ম্যানেজার	...	সত্য মুখোপাধ্যায়
করুণার ভাই	...	কার্ত্তিক রায়

— অন্যান্য চরিত্রে —

রঞ্জিৎ রায়, বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, মণি সেন প্রভৃতি

●

করুণা	...	ছায়া দেবী
সরমা	...	দেববালা
রমলা	...	রমলা দেবী
ত্রিপুরা বাড়ীওয়ালী	...	রাজলক্ষ্মী
করুণার বৌদি	...	যমুনা দত্ত

পারুল, শৈলবালা, ব্ল্যাকী, চুণীবালা, মহামায়া প্রভৃতি

রিক্তা

যশ, প্রতিপত্তি, সম্মান ও অর্থ কিছুরই অভাব ব্যারিষ্টার বিকাশ চৌধুরীর ছিল না। এতগুলি সৌভাগ্যের পরিবর্ত্তে তাঁর জীবনে সব চেয়ে বেশী যে অভাব দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে সময়। সুতরাং কাজের ভীড়ে উদীয়মান ব্যারিষ্টারটির সুন্দরী এবং বিদুষী স্ত্রীর চিত্তবিনোদন করবার যথেষ্ট অবসর হ'ত না। করুণার রাগ আর অভিমান বিকাশের কাছে পুরাতন হয়ে গেছে। ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী সিন্দুকের মধ্যে এসে বসতি করলেন বটে কিন্তু লক্ষ্মীরূপা স্ত্রীর মন দিনের পর দিন শূন্যতার বেদনায় ভরে গেল।

তবু তাদের দুজনের মধ্যে একটি নিবিড় বন্ধনসূত্র তখনও অবশিষ্ট ছিল। সে হচ্ছে তাদের চার বছরের ছেলে বিমল। বিকাশের বোন সরমার ছেলের জন্মতিথি উপলক্ষে তাদের বাড়ীতে বিকাশ আর করুণার যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাজ-পাগলা বিকাশের সেদিকে এক রকম খেয়ালই ছিল না। সুতরাং বিকাশ সেখানে উপস্থিত হতে পারে নি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে বাধলো বিরোধ।

অশোক ছিল করুণার পূর্ব্ব-পরিচিত, বাল্যের খেলার সাথী, বন্ধু। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের মাঝখানে একদিন অশোকের উদয় হ'ল। একান্ত নিঃসঙ্গতার মাঝখানে অশোকের মত একজন বন্ধুকে পেয়ে করুণা খুসীই হ'ল।

এর পর থেকে অশোক আর করুণাকে সর্ব্বত্রই একত্রে দেখা যেতে লাগল। প্রগতিশীল সমাজে কুৎসা গাইবার মত লোকের অভাব নেই। সেই সব পরমুখ-নিঃসৃত কুৎসা-কাহিনী সরমা একদিন বিকাশের কাছে তুলল। করুণার প্রতি বিকাশের ভালবাসা ছিল গভীর, সুতরাং সরমার কোন কাহিনীই তার বিশ্বাস হ'ল না। সরমা তখন এল করুণাকে বলতে যে অশোকের সঙ্গে এতখানি অন্তরঙ্গতা শোভন নয়।

করুণা ভুল বুঝলো। সে ভাবলে এ সরমার বক্তব্য নয়, এই হীন অভিযোগ

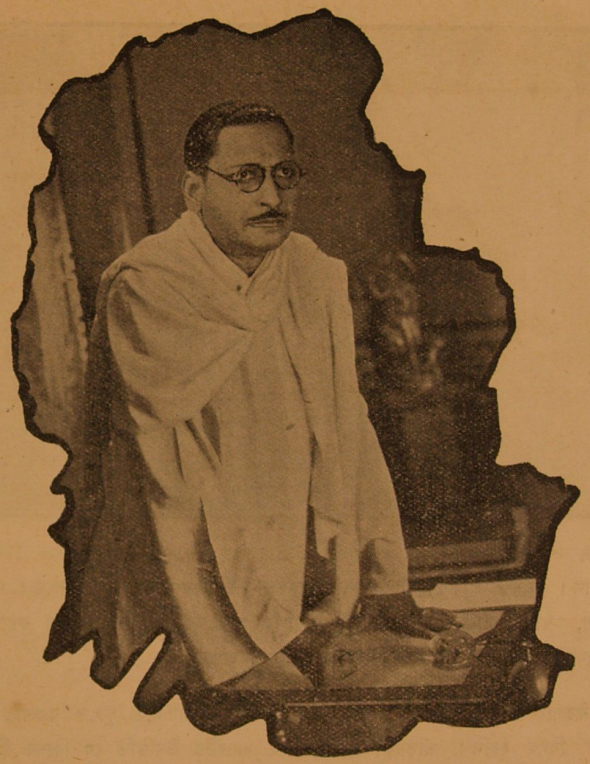

বিকাশেরই। করুণা বিকাশের কাছে চাইল তার জন্যে কৈফিয়ৎ এবং তার ফলে তাদের পরস্পরের মনে মনোমালিন্য আরও জটিলভাবে বাসা বাঁধল।

এর পর থেকে করুণা জেদ করে সকলকে দেখিয়েই যেন আরও গভীরভাবে অশোকের সঙ্গে মেলামেশা সুরু করে দিলে। বহুদিন হতেই করুণা ছিল অশোকের অন্তর-লক্ষ্মী। অন্তরলক্ষ্মীর এই আকস্মিক অন্তরঙ্গতাকে অনুরাগের ভাষা বলে ভুল বুঝে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অশোকের হৃদয়ের প্রার্থনা মুখর হয়ে উঠল। করুণা করল তাকে ভৎসনা, অপ্রস্তুত অশোক সহর ছেড়ে পালাল।

সেইদিনই রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর সেই পুরাতন মনোমালিন্যের জের বাদানুবাদে এসে

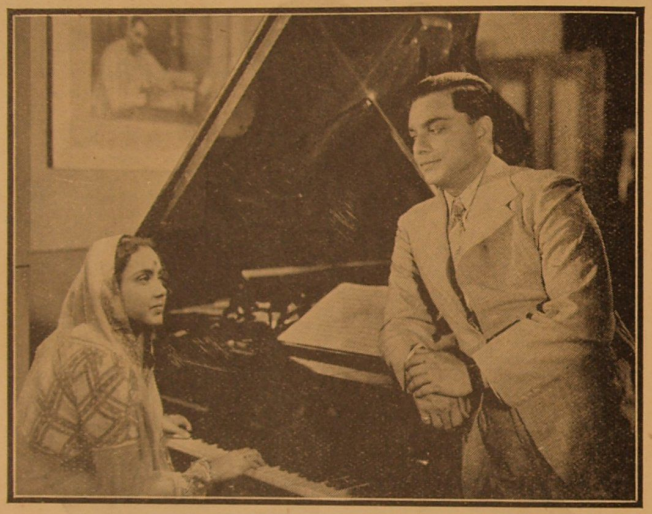

দাঁড়াল। বিকাশ তার স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে অশোকের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ! করুণা ভাবল, স্বামী তাকে চরিত্রহীনা মনে করে স্বামীত্বের দাবীতে অপমান করছেন। অভিমানিনী স্বামীগৃহ ত্যাগ করে গিয়ে উঠল ভাইয়ের আশ্রয়ে।

করুণার ভাইটি ছিল পুরোদস্তুর স্ত্রৈণ। ভাইয়ের মতিগতি বুঝতে করুণার খুব বেশী বিলম্ব হয়নি। ভ্রাতৃবধূ, সংসারে এই মানুষটির উপস্থিতি যে বিশেষ প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি ক্রমে সে কথা বুঝতে পারাও করুণার কাছে খুব শক্ত রইল না।

এদিকে বিমলের হয়েছে জ্বর। ছোট ছেলে অসুখের মধ্যে মার খোঁজে সবাইকে ব্যস্ত করে তুলেছে। সরমা একদিন এল করুণার কাছে তার ভাইয়ের বাড়ীতে। সরমার কথায় করুণা ফিরে এল তার রুগ্ন ছেলের কাছে।

করুণার প্রত্যাবর্ত্তনে বিকাশ খুসীই হলো কিন্তু তাদের দুজনের পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র সেই পুরাতন কথা নিয়ে সুরু হল বিরোধ,—রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে এবং অপমানে করুণা সেই রাত্রেই এ বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে চলল। শুধু শেষ একবার বিমলকে—তার

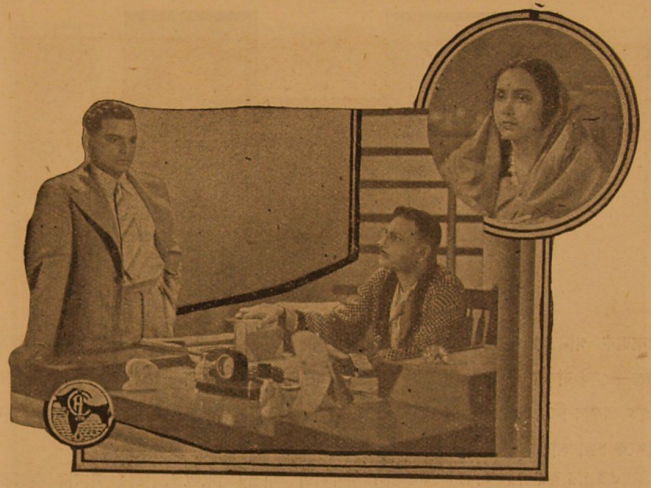

খোকাকে সে একবার দেখে যেতে চায়। বিকাশ বাধা দিয়ে বললে, তোমার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির জন্যে তুমি বিমলের মা থাকবার অধিকার হারিয়েছ। সেই রাত্রের অন্ধকারে অভিমানিনী করুণা বিকাশের আশ্রয় চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেল।

বিকাশ রাগে ক্ষোভে আর লজ্জায় করুণার যতগুলি ছবি বাড়ীতে ছিল সবগুলিতে অগ্নিসংযোগ করল। বিমলকে সে জানতে দিতে চায় না, ঘরে ঘরে টাঙানো যে ফটোগুলি ছিল সেগুলি তার মার। সে জানতে দিতে চায় না যে তার মা কলঙ্কিনী হয়ে স্বেচ্ছায় স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করে চলে গেছে। সে জানুক, মা তার বেঁচে নেই।

এমনি করে ভুল বোঝার সুরু দিয়ে কয়েকটি জীবন অবলম্বনে রচিত হয়েছে মর্ম্মস্পর্শী নাটক। সে নাটক বেদনায় ও অনুশোচনায় আরও ক্লিষ্ট হয়ে উঠল যখন অতি শীঘ্রই এক পক্ষের ভাঙল ভুল এবং আর একজন স্রোতের ফুলের মত নিরুদ্দিষ্ট জীবনের কত না তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভাসতে ভাসতে একদিন রিক্ততার যে নিষ্ঠুর জীবনের দুয়ারে এসে দাঁড়াল, যেখানে মৃত্যুভয়ও তার কাছে মানল পরাজয়।

স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে সে ভাইয়ের বাড়ীতেই ফিরে এসেছিল, কিন্তু ভ্রাতৃবধূর মনোভাব জানতে পেরে সে আশ্রয় তাকে ত্যাগ করে যেতে হল। তার পর আমরা করুণাকে দেখতে পেলাম গানের শিক্ষয়িত্রী রূপে—এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি ছোট

মেয়েকে গান শেখাচ্ছে। কিন্তু সেখান থেকেও তাকে বিদায় নিতে হল। সে একটি দৃশ্য—সেই বাড়ীর একজন অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তি একদিন সুযোগ খুঁজে জঘন্য প্রবৃত্তির এক প্রস্তাব নিয়ে করুণার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। করুণা তাকে ঠেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে আসে।

এর পর করুণার জীবনে কতগুলি ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় মিলেছে, তার সংবাদ হয়তো সেই শুধু দিতে পারে। করুণাকে আবার আমরা দেখতে পাই একটি ছোট ছোট

ছেলে মেয়েদের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রূপে। চোখে চশমা, এখানে তার নাম করুণা নয়, রমা। স্কুলে অস্থায়ীভাবে এসে সে স্কুলের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে চাইলেন। স্থায়ীভাবে কোন শিক্ষয়িত্রীকে স্কুলে নিযুক্ত করতে হলে তার কোন আত্মীয়-স্বজনের নাম জানানো প্রয়োজন। করুণা তা' জানাতে রাজী হ'ল না। সুতরাং স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে তাকে চলে যেতে হ'ল।

অনুতপ্ত বিকাশ আর ক্ষুব্ধ অশোক উন্মাদের মত করুণার সন্ধানে চারিদিক খুঁজে বেড়াচ্ছিল—গানের শিক্ষয়িত্রী রূপে যে বাড়ীতে করুণা থাকত তার পর স্কুল অবধি তাদের অনুসন্ধান অগ্রসর হয়েছিল, তার পর করুণার খবরের সূত্র গেল হারিয়ে।

করুণা তখন কিন্তু কাশীর একটি মন্দিরের মাতাজী। বুলাকীপ্রসাদের ভাষায় 'সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা'। কিন্তু এর একটু পূর্ব্বেকার ইতিহাস না বললে, মানুষের জীবনে নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসের পরিপূর্ণ পরিচয় হয়তো দেওয়া হয় না।

শেঠ বুলাকীপ্রসাদকে লোকে বাইরে থেকে জানে বড় জুয়েলার হিসাবে। সে কারবারি লোক সন্দেহ নেই কিন্তু তার কারবারের ব্যাপারগুলি যথেষ্ট জটিল—যেমন জুতোর সোলের ভিতরে গোপনে কোকেন এবং আফিং আমদানী করা, ভিখারীদের জন্য অন্নসত্র খুলে তাদের ভিক্ষালব্ধ উপার্জ্জন আদায় করে নেওয়া, মানুষকে blackmail করবার ভয়

দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ। এ সব ব্যাপারে তার অনেকগুলি অনুচর ছিল—সাধন, ডাক্তার আর চিরঞ্জী হ'ল তাদের মধ্যে অন্যতম। খুন-জখম থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর কোন অসৎ কাজে প্রবৃত্ত হতে এদের চক্ষুলজ্জার বালাই ছিল না।

এই বুলাকীপ্রসাদ কি জানি কি গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে করুণাকে আশ্রয় দিয়েছিল। করুণা কাশীতে গিরিবালা দেবী নামে হয়েছিল পরিচিতা। করুণা বুলাকীপ্রসাদের আসল পরিচয় জানতে পারে নি। বুলাকীপ্রসাদ যে কেন তাকে মন্দিরের কর্ত্রী করে তুলল সে-অভিসন্ধি বোঝবার ক্ষমতা তার ছিল না। বুলাকী ইতিমধ্যে চারিদিকে প্রচার করে দিয়েছিল যে মাতাজী যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি দৈবশক্তি প্রভাবে আরোগ্য করে দিতে পারেন। দলে দলে ব্যাধিগ্রস্ত আর বিপন্নেরা ভীড় করতে লাগল, করুণা ওরফে মাতাজীর করুণা পাওয়ার প্রত্যাশায়।

মাতাজীর ভূমিকায় করুণার দিন ভালই কাটছিল বলতে হবে। জীবনে যার অভিশাপের আগুণ সর্ব্বস্ব গ্রাস করে নিয়েছে, সর্ব্বনাশের গতি তার জীবনে কোনদিনই স্তব্ধ হয়ে থাকে না। বুলাকীপ্রসাদের দুরভিসন্ধি সেইদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল যেদিন সুখপুরের ব্যাধিগ্রস্ত কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের কাছ হতে সে এক লক্ষ টাকা আদায় করবার চেষ্টা করেছিল। সেইদিন করুণা বুলাকীপ্রসাদের স্বরূপ জানতে পেরে

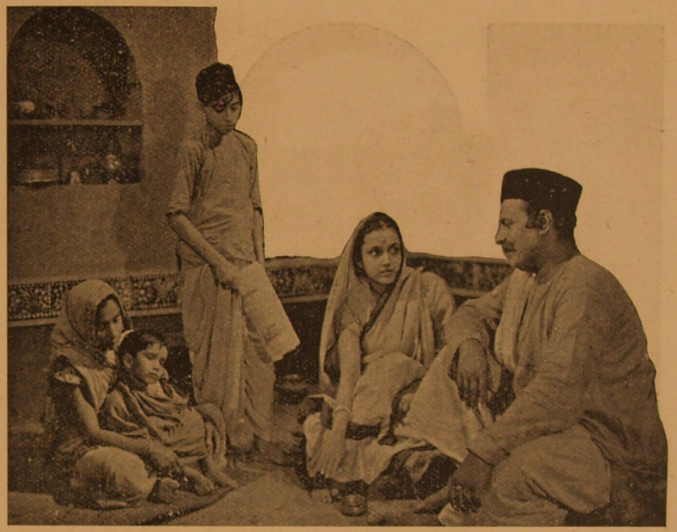

বিদ্রোহী হয়ে উঠল—কিন্তু অসহায়া ভাগ্য-বিড়ম্বিতা নারীর বুলাকীপ্রসাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায়ই ছিল না।

নিঃস্ব শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও করুণা প্রতিদিন একখানি করে খবরের কাগজ কিনত। তার স্বামী, তার পুত্র বিমলের সংবাদ মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে পাওয়া যেত; বিমল এখন একজন উদীয়মান ব্যারিষ্টার, বিবাহ করেছে একটি রিটায়ার্ড I. C. S-এর মেয়েকে। বিমল আর তার স্বামীর সংবাদগুলি সে কাগজ থেকে কেটে লুকিয়ে রেখেছিল।

বুলাকীপ্রসাদ একদিন সেই cuttings-গুলির সন্ধান পেয়ে করুণার কাছে প্রস্তাব করল—ব্যারিষ্টার বিকাশ চৌধুরীকে একখানি চিঠি তাকে লিখে দিতে হবে, দশ হাজার টাকা তার চাই এই মর্ম্মে। করুণা রাজী হ'ল না। বুলাকী রিভলবার তুলে মৃত্যুভয় দেখালে—কিন্তু যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যের প্রান্ত অবধি যে শুধু বার বার সব আনন্দ, স্বপ্ন ও সকল আশ্রয় হারিয়ে ফেলেছে, প্রাণ হারাতে বোধ করি তার কোন মমতা-র বাধা ছিল না।

কিন্তু তার পর ঘটনাচক্রে দেখা গেল বুলাকীপ্রসাদ রিভলবারের গুলিতে নিহত হয়েছে। খুনের দায়ে করুণা এসে দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়—তারই পুত্র তরুণ

ব্যারিষ্টার বিমল চৌধুরী তার অপরাধ সপ্রমাণ করবার জন্যে এসে দাঁড়াল, পুত্র জননীকে চিনল না, জননী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চেয়ে রইল—

এর পরে নিয়তির এই নির্ম্মম নাটকের পরিণতি আর রোমাঞ্চকর ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ 'রিক্তা' চিত্র কাহিনীতে যে ভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা আপনাদের স্মরণে চিরদিন জেগে থাকবে।

সঙ্গীত

— এক —

করুণা

থামো বন্ধু, দাঁড়াও ক্ষণেক থামি'
দিগ্বিজয়ের সওয়ার হ'তে বারেক এস নামি'।
চলার বেগে শুধুই পথে উড়ালে ধূলি,
দলিয়া গেলে নিঠুর পায়ে স্বপনগুলি,
পথের পাশে এখানে তরু মেলেছে ছায়া
মিনতি করে গহন নীল নদীর মায়া,
একটী ব্যাকুল হৃদয় তব সঙ্গ কামী।

— দুই —

করুণা

ভাবনা কিরে, শেষ হ'ল তোর সাধন!
ভেসে যাবার জোয়ার আসে, যাক্ না ছিঁড়ে বাঁধন!
দিগন্তে ঐ সর্ব্বনেশে
মুক্তি এল তুফান বেশে
বজ্র শিখার অট্টহাসে ডুবল' মেঘের কাঁদন।

ব্যাকুল হ'য়ে কূলের পানে নয়ন মেলে,
অনেক দিন ত' রইলি বসে নোঙর ফেলে।
এবার অকূল খোঁজার পালা
শেষ দুরাশার মশাল জ্বালা
সেই অজানায় বরণ করার চলুক প্রসাধন।

———

— তিন —

করুণা

নয়ন মুদিতে মানি ভয়
যে কথা ভুলিতে চাই
আঁধার ভরিয়া রয়
বিজন শয়নে জাগি
ঘুমের শরণ মাগি
স্বপন-জাগর এক হয়
যে বেণু সুরের সুধা জানে
বনে আর মন তারে মানে!
তপন মুছিয়া দেখি
আঁধার ভরিয়া এ কি!
তারকায় তারি পরিচয়।

— চার —

করুণা

গহন বনের হরিণ আমার
উতলা হয় থাকি থাকি
বাতাস তারে ব্যাকুল করে,
গন্ধ মদির সুবাস মাখি।
আঁখি তাহার ভুলেছে ঘুম
ফুট্‌লো যেথায় অচিন্ কুসুম
দিকে দিকে বেড়ায় ছুটে,
বৃথাই সবায় শুধায় ডাকি।

— পাঁচ —

ভাটিয়ালী (পথিক)

নাইরে আশা নাই
প্রভাতে ছিল যে মেঘ, এখন তাহার কোথায় দেখা পাই।
শিশু-রবির মুখটি মুছে সোনার আঁচল দিয়ে,
আশীষ খানি রেখে শুধু মরণটুকু নিয়ে,
কোন অকূলে গেল ভেসে, নাইক' ঠিকানাই!
তপ্ত মরুর নিশান তারে শুষিতে চায়,
উত্তর বায় তারে যে হায় তাড়িয়ে বেড়ায়;
তিলে তিলে রঙগুলি তার কখন গেল খসে
গভীর হ'ল ছায়াখানি গাঢ় বেদন রসে
চোখের জলে পড়বে খ'সে, কোথায় ভাবি তাই।

———

— ছয় —

ভিখারী

একি নিলাজ হাওয়া এল' বন দুলিয়ে
যত ফুলের কলির গালে শ্বাস বুলিয়ে,
দেখ, শাখায় শাখায়,
কি যে, রঙ সে মাখায়,
বুঝি, বুকের সুবাস সব যায় খুলিয়ে।
একে সরল কলি
তায় দূতী যে অলি
বুঝি সরম টুটে, মন নেয় ভুলিয়ে।

— সাত —

সন্ন্যাসী

আকাশ রূপী হে মহাকাল নমো নম।
তুমিই আলো তুমিই আঁধার নিবিড়তম
অসীম তব বক্ষ পরে
আদিম নিশা লীলাভরে
নৃত্য করে শ্যামা রূপে
কি মহিমা অনুপম!
আপন-ভোলা, অঙ্গে তোমার মাখ' যে ছাই,
কত প্রলয়-দাহন শেষের মনে কি নাই!
নিখিল-ধারার যত আবিল,
গ্লানির বিষে তুমি যে নীল;
তবু চির অমর তুমি
জটায় বাঁধা গঙ্গা সম।

———

— আট —

রমলা

আরও একটু সরে বসতে পারো
আরও একটু কাছে,
দূরে থাকার ছলনা হায় বৃথা,
ছল ছল নয়ন যবে যাচে।

হাতে যদি পড়েই এসে হাত ;
মুখের প'রে হ'লে নয়ন-পাত
হৃদয় কেঁপে ওঠেই অকস্মাৎ
লজ্জা পাবার সময় অনেক আছে।

চুলের মৃদু সুবাস হাওয়ায় ভাসে
নেশায় বিভোর মন ;
আজকে জানি আমরা দুজন বাদে
পৃথিবী নির্জ্জন।

কথার পরে কাজ কি কথা গাঁথা
কাঁধের পড়ে পড় ক নুয়ে মাথা
কথার অতীত গহন নীরবতায়
মোদের সুধার স্বর্গ মিলিয়াছে।

— নয় —

রমলা

চাঁদ যদি নাহি ওঠে, না উঠুক্
ক্ষতি নেই এই বেশ ভালো।
আহত নগর দূরে গরজায়
আঁধার ঘিরেছে জমকালো।

আমি যেন ঢেউ আর তুমি তীর,
উতরোল টলমল অস্থির,
ভেঙ্গে পড়ি বার বার দুরাশায়
খোঁজা তবু এখনো না ফুরালো।

তীর আর সাগরের লীলা এই
বিচ্ছেদ মিশে আছে মিলনেই
চাঁদ উঠে আজ আর কাজ নাই
রাঙা বেদনার আজ রোশনাই
যে দাহনে দিগন্ত দীপ্ত
জ্বালা তার নাই আর জুড়ালো।

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।